ফয়যানে গাউছে আযম (رحمة الله عليه)

গাউসে আযম رحمة الله عليه এর পরিচিতি

গাউসে পাক رحمة الله عليه এর ইবাদত

গাউসে পাক رحمة الله عليه এর দ্বীনি শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা

আউলিয়ায়ে কিরামের সর্দার

উপস্থাপনায়:

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে গাউসে আযম

আত্তারের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক!** যে কেউ এই "**ফয়যানে গাউসে আযম**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আমাদের গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সত্যিকার ভালবাসা ও বিশেষ ফয়যান নসীব করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে এবং জুমার দিন আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদে পাক আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়।

(মু'জাম আওসাত, ১/৮৪, হাদীস ২৪১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

মহান দয়া

হে আশিকানে গাউসে আযম! আল্লাহ পাকের আমরা আহলে সুন্নাতের অনুসারীর উপর অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ যে, **তিনি** আমাদেরকে **তাঁর** আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام

সম্মান ও আদব করা, ওরশ উদযাপন করা, মাযার মুবারকে হাজিরী দেয়া এবং তাঁদের জীবনি বয়ান করার তৌফিক দান করেছেন। আউলিয়ায়ে কিরামগণ হলেন **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় বান্দা, তাঁদের সারা জীবন **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূলের** স্মরণে অতিবাহিত হয়, আমাদেরও তেমনিভাবে শরীয়াত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ। **আল্লাহ পাক তাঁর** এইসকল নেক বান্দাদের, আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام প্রতি আপন রহমত বর্ষন করতে থাকেন। আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام শান ও মহত্বের জন্য কোরআনে করীমের এই আয়াতটি যথেষ্ট, **আল্লাহ পাক তাঁর** পছন্দনীয় বান্দাদের আলোচনা এগরোতম পারার বারো নাম্বর রুকুতে করেছেন।

যেমনটি ১১তম পারা সূরা ইউনুসের ৬২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَاۤ اِنَّ اَوۡلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَلَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ ﴿ۚ۶۲﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুনে নাও! নিশ্চয় **আল্লাহর** অলীগণের না কোন ভয় আছে, না আছে কোন দুঃখ।

কিয়া গউর জব গেয়ারভী বারভী মে

মুয়াম্মা ইয়ে হাম পর খিলা গাউসে আযম

সাহাবী ইবনে সাহাবী, জান্নাতী ইবনে জান্নাতী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: “আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর দুনিয়ায় কোন ভয় নেই, আখিরাতেও দুঃখ থাকবে না বরং **আল্লাহ পাক** আনন্দ ও সম্মানের সহিত তাঁদেরকে সম্ভাষন জানাবেন এবং তাঁদেরকে সর্বদা স্থায়ী নেয়ামত প্রদান করবেন।” (হেকায়তেঁ অউর নসীহতেঁ, ৩৬১ পৃষ্ঠা)

গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর পরিচিতি

হে আশিকানে গাউসে আযম! গর্বিত মাস, রবিউল আখিরে এমনিতে তো অন্যান্য বুযুর্গদের ওরশও রয়েছে কিন্তু এই মাসটি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত আর এই মাসের ১১ তারিখ হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর ওরশ শরীফ উদযাপন করা হয়ে থাকে। আমাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ অনেক বড় **আল্লাহ**র অলী বরং অলীদেরও সর্দার ছিলেন। তাঁর মুবারক নাম **আব্দুল কাদের**, উপনাম আবু মুহাম্মদ এবং উপাধী মুহিউদ্দীন, মাহবুবে সুবহানী, গাউসে সাকলাঈন, গাউসুল আযম ইত্যাদি, তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ ৪৭০ হিজরীতে বাগদাদ

শরীফের নিকটস্থ শহর “জিলানে” রমযানুল মুবারতের প্রথম তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আব্বাজানের দিক দিয়ে রাসূলের নাতি ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর এগারোতম নাতি। (বাহজাতুল আসরার, ১৭১ পৃষ্ঠা) তাঁর আম্মাজানের দিক দিয়ে ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর বারোতম নাতি। (আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর আম্মাজানের দিক থেকে তাঁর বংশধারা এরূপ বর্ণনা করেছেন।) (নুযহাতুল খাতিরুল ফাতির, ১২ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাউসে পাকের দরবারে আরয করছেন:

ওয়াহ কিয়া মরতবা এ্যয় গাউস হে বালা তেরা
উঁচে উঁচু কে সরোঁ সে কদম আলা তেরা
সর ভালা কোয়ী জানে কেহ হে কেয়সা তেরা
আউলিয়া মলতে হে আখেঁ ওয়হ হে তলওয়া তেরা
নববী মিনা আলাভী ফাসল বাতুলী গুলশান
হাসানী ফুল হুসাইনী হে মেহেকনা তেরা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আব্বাজানকে সুসংবাদ

গাউসে পাকের আশিকরা! আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আব্বাজান হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মূসা

জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিলাদতের (জন্ম) রাতে দেখলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে এজামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সহ তাঁর ঘরে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং এই শব্দাবলী সহকারে সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন: হে আবু সালেহ! **আল্লাহ পাক** তোমাকে এমন সন্তান দান করেছেন, যে অলী এবং সে **আমার** ও **আল্লাহ পাকের** প্রিয় আর তাঁর আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উপর তেমনি শান হবে, যেমন সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام মাঝে আমার শান। তাছাড়া অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এই সুসংবাদ প্রদান করেন যে, “সকল আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তোমার নেককার ছেলের অনুগত হবে এবং তাঁদের কাঁধের উপর তোমার ছেলের কদম হবে।

(সীরাতে গাউসুস সাকালাঈন, ৫৫ পৃষ্ঠা, উদ্ধৃত তাফরিহুল খাতির, ১২ পৃষ্ঠা)

জিস কি মিম্বর বনী গর্দানে আউলিয়া
উস কদম কি কারামত পে লাখো সালাম
গাউসে আযম ইমামুত তুকা ওয়ান নুকা
জলওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জগতের কুতুব

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর মুবারক যুগ থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মুবারক যুগ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে সংবাদ দিয়েছেন: যতজন **আল্লাহ পাকের** আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অতিবাহিত হয়েছেন, সবাই শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংবাদ দিয়েছেন। সিলসিলায়ে আত্তারিয়া কাদেরীয়ার মহান বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **"আমি অদৃশ্য জগত থেকে জানতে পারলাম যে, পঞ্চম শতাব্দির মাঝামাঝিতে সায়্যিদুল মুরসালিন হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর বংশধরের মধ্যে একজন জগতের কুতুব হবে, যার উপাধী হবে মুহিউদ্দীন এবং নাম মুবারক সৈয়্যদ আব্দুল কাদের** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **আর তিনি গাউসে আযম হবেন এবং তিনি জিলানে জন্মগ্রহণ করবেন।** (সীরাতে গাউসুস সাকালাঈন, ৫৮ পৃষ্ঠা)

সুলতানে বিলায়ত	গাউসে পাক	অলীউঁ পে হুকুমত	গাউসে পাক
শাহবাযে খেতাবত	গাউসে পাক	ফানুসে হেদায়ত	গাউসে পাক
আল্লাহ কি রহমত	গাউসে পাক	হে বাইসে বরকত	গাউসে পাক

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নানাজান হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জীলান শরীফের আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই পরহেযগার হওয়া ছাড়াও দয়ালূ ও উৎকর্ষ মন্ডিতও ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন (অর্থাৎ তাঁর দোয়া কবুল হতো)। যদি তিনি কোন ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতেন তবে **আল্লাহ পাক** সেই ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নিতেন এবং যার প্রতি তিনি খুশি হতেন তবে **আল্লাহ পাক** তাকে নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দিতেন, শারীরিক দূর্বলতার পরও তিনি অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন এবং যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। তিনি প্রায় ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই সংবাদ দিয়ে দিতেন এবং যেরূপ তিনি তা সংগঠিত হওয়া সম্পর্কে অবহিত করতেন, তেমনই ঘটনা সংগঠিত হতো। (বাহজাতুল আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা)

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফুফীজানের উপনাম ছিলো **"উম্মে মুহাম্মদ"** আর নাম ছিলো **"আয়শা বিনতে আব্দুল্লাহ"**। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا নেককার ও কারামত সম্পন্ন

মহিলা ছিলেন। লোকেরা তাদের প্রয়োজনাদী পূরণের এবং দোয়া করানোর জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত হতো।

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর একজন ভাইও ছিলো, যার নাম ছিলো সৈয়দ আবু আহমদ আব্দুল্লাহ। তিনি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বয়সে ছোট ছিলেন এবং জ্ঞান ও তাকওয়ার যথেষ্ট অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যৌবনেই ইন্তিকাল করেন। হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বংশ ছিলো নেককারদের পরিবার। তাঁর নানাজান, দাদাজান, আব্বাজান, আম্মাজান, ফুফীজান, ভাই এবং শাহজাদাগণ সবাই পরহেযগার ও খোদাভীরু ছিলেন, এই কারণেই লোকেরা তাঁর বংশকে "ভদ্রদের বংশ" বলে থাকে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বংশের শান ও মহত্ব বর্ণনা করে লিখেন:

মুকাররমা শাহা তেরা সারে কে সারে
হে আ'বা ও আজদাদ ইয়া গাউসে আযম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিকান্দরী সিংহাসনে তিনি থুথুও ফেলতেন না

হুযুর গাউসে পাক হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর খেদমতে নীম রোয দেশের (বর্তমানে তা আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ) বাদশাহ চিঠি পাঠালো যে, আমি দেশের কিছু এলাকা জায়গীর হিসাবে আপনাকে দিতে চাই, যাতে আপনিও আমার মতো আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন, আমার প্রিয় পীর ও মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর উত্তরে (ফার্সি ভাষায়) চার লাইন লিখে পাঠালেন: (যার অনুবাদ কিছুটা এরূপ)

যদি আমার অন্তরে সানজার দেশের কোন অভিলাষ থাকে তবে সানজারের বাদশাহর কালো রঙের মুকুটের ন্যায় আমার নসীব কালো হয়ে যাবে, এই জন্য যে, যখন আমার **আল্লাহ পাকে**র স্মরণে রাত জাগার দৌলতের সাম্রাজ্য অর্জিত, নিম রোয সম্রাজ্যের মূল্য আমার দৃষ্টিতে **“যব”** এর দানার সমানও নয়। (আখবারুল আখইয়ার, ২০৪ পৃষ্ঠা)

উন কা মাঙতা পা'ওঁ সে ঠুকরা দেয় ওয়হ দুনিয়া কা তাজ
জিস কি খাতির মর গেয়ে মুনইম রগড় কর এড়িয়াঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইবাদত

গাউসে পাকের আশিকগণ! আমাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অনেক বেশি ইবাদত ও রিয়াযত এবং কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন। বর্ণিত আছে: তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ পনের বছর পর্যন্ত সারা রাতে একটি করে কোরআনে পাক খতম করতেন। (বাহজাতুল আসরার, ১১৮ পৃষ্ঠা) তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ প্রতিদিন একহাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। (তাফরিহুল খাতির, ৩৬ পৃষ্ঠা) এক রাতে যখন তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু করার ইচ্ছা করলেন তখন নফস অলসতা করে কিছুক্ষণ ঘুমানোর আর পরে উঠে ইবাদত করার পরামর্শ দিলো, যেই স্থানে অন্তরে এই খেয়াল আসলো সেই স্থানেই এবং সেই সময়েই এক পায়ে দাঁড়িয়ে তিনি رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কোরআন পাকের এক খতম আদায় করলেন। (সাপের বেশে জ্বীন, ১৫ পৃষ্ঠা) হয়তো কারো মনে এই প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللّٰہُ الۡمُبِیۡن এত বেশি ইবাদত কিভাবে করতেন, আর এর উত্তর হলো যে, নেককার বান্দাদের অন্তর **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা আর পরহেযগারীতা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকে, তাঁরা তাঁদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করে দেয়, তাঁদের রূহ **আল্লাহ পাকের** যিকির

ব্যতীত ব্যাকুল থাকে, তাই তাঁরা সর্বদা **আল্লাহ পাকের** স্মরণে লিপ্ত থাকেন এবং এই মর্যাদা ইবাদত ও রিয়াযতে কঠোর পরিশ্রম করাতে অর্জিত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোষ্ট (কিছুটা পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করছি) যাতে কেউ এভাবে বলেছিলো: বর্তমানে যেভাবে লোকেরা রাতভর সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাটিং করাতে, ভিডিও দেখাতে অতিবাহিত করে এবং ক্লান্ত বা অবসাদও হয় না, এবার বুঝা গেলো যে, পূর্বেকার বুযুর্গরা কিভাবে সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন, কেননা তাঁদের প্রশান্তি ও স্বস্তি **আল্লাহ পাকের** স্মরণেই ছিলো, যার কারণে তাঁরা তাঁদের পরওয়াদিগারের স্মরণে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে যেতেন যে, সারা রাত অতিবাহিত হয়ে যেতো অনুভবও হতো না আর আমরা দুনিয়াবী মজায় এমনভাবে মত্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের দুনিয়াবী চাহিদা থেকে হুঁশও ফিরে আসেনা। সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের মতো উদাসীনদের জাগানোর জন্য লিখেন:

কিস বালা কি মায়ে সে হে সরশার হাম, দিন ঢালা হোতে নেহী হুঁশিয়ার হাম
মে নিসার এ্যয়সা মুসলমাঁ কিজিয়ে, তোড় ঢালেঁ নফস কা যুন্নার হাম

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খোদাভীতি

হে আশিকানে গাউসে আযম! আল্লাহ ওয়ালাদের সর্বদা এই পদ্ধতি ছিলো যে, অসংখ্য নেকী করা আর গুনাহ থেকে বাঁচার পরও প্রবল খোদাভীতি পোষণ করতেন। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও প্রবল খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন, যেমনটি শরফুদ্দীন সাদী শীরাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হারমে কাবার হেরমে দেখেছি যে, কঙ্করের উপর মাথা রেখে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করছেন: “**হে দয়ালূ প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দাও আর যদি আমি শাস্তির অধিকারী হই তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ করে উঠাও, যাতে নেককার লোকের সামনে লজ্জিত হতে না হয়।**”

(গুলিস্তানে সাআদী, ৫৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ! আল্লাহ! আউলিয়ায়ে কিরামের সর্দার হওয়ার পরও খোদাভীতির এমন অবস্থার প্রতি মারহাবা! তাঁর আরো খোদাভীতির অনুমান এই কবিতার পংক্তি দ্বারা করুন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের দিন বলেন: (অনুবাদ:) “**অর্থাৎ লোকেরা বলছে যে, কাল ঈদ! কাল ঈদ! আর সবাই খুশি কিন্তু আমি তো যেদিন এই দুনিয়া থেকে আমার ঈমানের নিরাপত্তা সহকারে যাবো, আমার জন্য সেদিনই ঈদ হবে।**”

হে আত্তার কো সলবে ঈমাঁ কা দড়কা
বাঁচা উস কা ঈমাঁ বাঁচা গাউসে আযম
হো আত্তার কি বে সবব বখশীশ আকা
ইয়ে ফরমায়ে হক সে দোয়া গাউসে আযম

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমরা কেমন গাউসে পাকের আশিক, যে আমাদের পীর ও মুর্শিদ তো পীরানে পীর, অলীদের সর্দার হয়েও এত বেশি ইবাদত করতেন আর অপরদিকে আমরা, আমাদের ফরয নামাযও পড়িনা আর পড়লেও শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে জামাআত ব্যতীত। মনে রাখবেন! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যে ব্যক্তি (এক ওয়াক্ত) নামায কাযা করলো তবে সে হাজার বছর জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হলো এবং এটাও স্মরণ রাখবেন যে, জেনেশুনে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে জামাআত ছেড়ে দেয়াও মারাত্মক গুনাহ। ভালবাসা পোষণকারীরা নিজেদের মাহবুবের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে (অর্থাৎ তাকে ফলো করে)। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, গাউসে পাকের ভালবাসার দাবী করার পাশাপাশি নিয়মিত নামাযও আদায় করা, ফরয রোযা রাখা, সর্বদা সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা এবং **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকা। হায়! হায়! হায়!

গুনাহোঁ নে মুঝ কো কাহিঁ কা না ছোড়া
না হো জাওঁ বরবাদ ইয়া গাউসে আযম
মুঝে নফসে যালিম পেকর দিজিয়ে গালিব
হো নাকাম হামযাদ ইয়া গাউসে আযম
মেরে কলব সে হুব্বে দুনিয়া কি মুর্শিদ
উকাড় জায়ে বুনিয়াদ ইয়া গাউসে আযম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাযার শরীফ থেকে বাইরে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন

ইমাম আবুল হাসান আলী বিন হায়তী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে যিয়ারত করলাম, আমি দেখলাম: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবর থেকে বাইরে বের হয়ে এসেছেন আর সায়্যিদী হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর বিশেষ উন্নত পোশাক পরিধান করিয়ে বললেন: **"হে আব্দুল কাদের! নিশ্চয় আমি ইলমে শরীয়াত, ইলমে হাকীকত, ইলমে হাল ও ফে'লে হাল বিষয়ে তোমার মুখাপেক্ষী।"** (বাহজাতুল আসরার, ২২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমার আক্বা আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: শরীয়াত হলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীসমগ্র আর তরীকত হলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কার্যাবলী এবং হাকীকত হলো **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থাবলী আর মারিফাত হলো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অতুলনীয় জ্ঞান।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৬০)

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৬তম খন্ডের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সর্বদা হাম্বলি ছিলেন এবং পরবর্তিতে যখন আইনুশ শরীয়তিল কুবরা পর্যন্ত পৌঁছে ইজতিহাদে মুতলকের মর্যাদা অর্জিত হলো, তখন হাম্বলি মাযহাবকে দূর্বল হতে দেখে সেই অনুযায়ী ফতোয়া দিলেন যে, হুযুর (অর্থাৎ গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) মুহিউদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীনিকে জীবিতকারী) এবং এগুলো হলো, দ্বীনে মতিনের চারটি স্তম্ভ, মানুষের পক্ষ থেকে যেই স্তম্ভে দূর্বলতা আসতে দেখেন তা শক্তিশালী করেছেন।

জু অলী কবল থে ইয়া বাদ হোয়ে ইয়া হোঙ্গে
সব আদাব রাখতে হে দিল মে মেরে আক্বা তেরা

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দ্বীনি শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দ্বীনি শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভুতির একটি দিক এটাও ছিলো যে, তিনি তাদের দূর্বলতা গুলো তুলে ধরতেন না, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: তাঁর নিকট একজন অনারবী ছাত্র ছিলো, সে খুবই দূর্বল মেধা সম্পন্ন ছিলো, অনেক কষ্টেই কোন কিছু তার বুঝে আসতো, একবার সেই ছাত্র তাঁর নিকট বসে সবক পাঠ করছিলো এমন সময় ইবনে সামহাল নামক এক ব্যক্তি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলো, যখন সে এই ছাত্রের দূর্বল মেধা এবং হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর তার দূর্বল মেধা হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখলেন তখন অনেক আশ্চর্য হলো, যখন সেই ছাত্র সেখান থেকে উঠে চলে গেলো তখন ইবনে সামহাল আরয করলো: এই ছাত্রের দূর্বল মেধা ও আপনার ধৈর্য আমাকে অবাক করেছে। তিনি বললেন: আমার পরিশ্রম তার সাথে মাত্র এক সপ্তাহেরও কম সময়ের, কেননা এই ছাত্রের ইন্তিকাল হয়ে যাবে। হযরত আহমদ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সেই দিন থেকে আমরা সেই ছাত্রের

দিন গণনা শুরু করলাম আর এক সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার শেষ দিন সে সত্যিই ইন্তিকাল করলো। (কালাইদিল জাওয়াহের, ৮ পৃষ্ঠা)

শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ওস্তাদ শাগরিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শণ করবে আর তাদেরকে নিজের ছেলের মতো মনে করবে। ওস্তাদের উদ্দেশ্য এটাই হবে; তিনি শাগরিদদের আখিরাতে আযাব থেকে বাঁচাবেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯১)

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পাঠদান, লিখনী ও সংকলন, ওয়াজ ও নসীহত এবং তাছাড়াও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বিশেষকরে ফতোয়া লেখায় তো তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঐ উৎকর্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, সেই যুগে বড় বড় ওলামা ও ফুকাহারা এবং মুফতীয়ানে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও তাঁর অকাট্য ফতোয়ায় আশ্চর্য হয়ে যেতেন। শায়খ ইমাম মুয়াফফাকুদ্দীন বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমরা দেখলাম যে, শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁদের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদেরকে সেখানে (বাগদাদে) ইলম ও আমল এবং ফতোয়া লেখার বাদশাহী দেয়া হয়েছে। (বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা) তাঁর জ্ঞানের পান্ডিত্যের

অবস্থা এমন ছিলো যে, যদি তাঁর নিকট খুবই কঠিন মাসআলাও জিজ্ঞাসা করা হতো তবে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই মাসআলার খুবই সহজ এবং সুন্দর উত্তর দিতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শিক্ষকতা ও পাঠদান এবং ফতোয়া লেখনিতে প্রায় তেত্রিশ বছর দ্বীনে ইসলামের খেদমত করেছেন, এই সময়ে যখন তাঁর ফতোয়া ইরাকের ওলামাদের নিকট নেয়া হতো তখন তাঁরা তাঁর উত্তরে আশ্চর্য হয়ে যেতেন।

(বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা)

উলুমে মুস্তফা ও মুরতাদা কে
তুমহি পর হে খুলে আসরার ইয়া গাউস

নেকীর দাওয়াতের মহান প্রেরণা

হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: প্রথমদিকে আমার শয়নে জাগরণে আমার মাঝে اَمۡرٌ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَنَهۡیٌ عَنِ الۡمُنۡكَرۡ (নেকীর দাওয়াত প্রদান এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা) এর ভর করে থাকতো এবং কোরআন ও সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারের জন্য এমন ব্যাকুল থাকতাম যে, নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে পারতাম না এবং আমার সাথে দুই তিনজন লোক হলেও আমি তাদেরকে কোরআন ও সুন্নাতের কথা শুনাতে থাকতাম, অতঃপর আমার নিকট মানুষের এমন ভীড় হতে লাগলো যে, মজলিশে বসার জায়গা থাকতো না। অতএব

আমি ঈদগাহে চলে গেলাম এবং ওয়াজ নসীহত করতে লাগলাম, সেখানেও জায়গা কম পড়তে লাগলো তখন লোকেরা মিম্বর শহরের বাইরে নিয়ে গেলো আর অসংখ্য লোক বাহনে ও পায়ে হেঁটে আসতো আর ইজতিমার বাইরে আশেপাশে দাঁড়িয়ে ওয়াজ শুনতো, এমনকি শ্রোতার সংখ্যা সত্তর হাজার (৭০০০০) এর মতো পোঁছে গেলো।

তেরটি বিষয়ে বয়ান

শায়খ আব্দুল ওয়াহাব শারানী, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী এবং আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া হালবী رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن লিখেন: **“হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **তেরটি বিষয়ের উপর বয়ান করতেন।”** আল্লামা শারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অপর এক জায়গায় বলেন: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাদরাসা শরীফের লোকেরা তাঁর নিকট তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ এবং ইলমে কালাম পড়তেন, দুপুরের আগে এবং পরে উভয় সময়ে মানুষকে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালাম, উসুল এবং নাহু পড়াতেন আর যোহরের পর (বিশুদ্ধ) কেরাত সহকারে কোরআনে করীম পড়াতেন। (আখবারুল আখইয়ার, ১১ পৃষ্ঠা)

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সপ্তাহে তিনদিন বয়ান করতেন, মাদরাসায় জুমার দিন সকালে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এবং সরাইখানায় রবিবার সকালে।

একলাখেরও বেশি বেআমল তাওবা করলো

তাঁর মজলিশে ৪০০জন জবরদস্ত আলিম তাঁর বয়ান লিখতেন আর অনেকসময় মজলিশের অবস্থাতেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাতাসে কয়েক কদম উড়ে তারপরই চেয়ারে বসতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: আমার ইচ্ছা হয় যে, যেভাবে আমি পূর্বে ছিলাম, এখনও জঙ্গলে থাকি যে, না আমি মানুষকে দেখবো, না তারা আমাকে দেখবে অতঃপর বলেন: **আল্লাহ পাক** আমার নিকট এটাই চাইলেন যে, মানুষের উপকার করি, কেননা আমার হাতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানের মধ্যে পাঁচশতেরও বেশি মুসলমান হয়েছে এবং আমার হাতে এক লাখেরও বেশি বেআমল লোক তাওবা করেছে আর তা অনেক বড় নেকী। (বাহজাতুল আসরার, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

ওয়াযোঁ কি তেরে মুর্শিদ হে ধুম চার জানিব
মে ভি কাভী তো সুন লুঁ মিঠা কালাম কেহনা
জলওয়া দেখানা মুর্শিদ কলেমা পড়ানা মুর্শিদ
জিস দম হো জিন্দেগী কা লাবরেয জাম কেহনা

আত্তার কো বুলা কর মুর্শিদ গলে লাগাকর
ফির খুব মুসকুরা কর করনা কালাম কেহনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৩জন অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণ

একবার হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে ১৩জন অমুসলিম আসলো এবং তাঁর হাতে ওয়াজের মজলিশে মুসলমান হলো অতঃপর বলতে লাগলো: আমরা পশ্চিমের এলাকার খ্রীষ্টান (অমুসলিম)। আমরা ইসলাম গ্রহনের ইচ্ছা করলাম কিন্তু আমাদের সন্দেহ ছিলো যে, কোথায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো। তখন আমরা অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম: **হে সফল দল! তোমরা বাগদাদে যাও এবং শায়খ আব্দুল কাদেরের হাতে মুসলমান হয়ে যাও, কেননা তাঁর বরকতে তোমাদের অন্তরে ঐ ঈমান প্রদান করা হবে, যা অন্য জায়গায় অর্জিত হবে না।”**

(বাহজাতুল আসরার, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

বয়াঁ সুন কে তাওবা গুনাহগার কর লে
যবাঁ মে ওহ দীদ ও আসর গাউসে আযম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

'নাহু'র ইমাম বানিয়ে দিবো

ইমাম আবু মুহাম্মদ বিন হাশশাব নাহভী বলেন: আমি যৌবনে ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) পড়তাম। আমি মানুষের নিকট হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হৃদয়গ্রাহী বয়ানে গুণাবলী শুনতাম। আমি ইচ্ছা করতাম যে, আমিও তাঁর বয়ান শুনবো কিন্তু আমি সময় করতে পারতাম না, একদিন আমি দৃঢ় ইচ্ছা করে নিলাম এবং হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মজলিশে উপস্থিত হয়ে গেলাম, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কথা বললেন, তখন আমার মনে তাঁর কথা শুনে মজা পেলাম না আর না আমি কথাগুলো বুঝলাম। আমি মনে মনে বললাম: আমার আজকের দিনটিই নষ্ট হয়ে গেলো। তখনই হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন: তোমার জন্য ধ্বংস হোক, তুমি যিকিরের মজলিশকে ইলমে নাহু (আরবী ব্যাকরণ) এর উপর প্রাধান্য দিচ্ছো এবং তা গ্রহণ করছো? আমার সহচর্য অবলম্বন করো, আমি তোমাকে আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ ইমাম বানিয়ে দিবো। একথা শুনে আব্দুল্লাহ হাশশাব নাহভী গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে থাকতে লাগলেন, যার ফল এমনভাবে প্রকাশিত হলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নাহুর পাশাপাশি আরো

অনেক জ্ঞানে পারদর্শী (Expert) হয়ে গেলেন।

(কালাইদুল জাওয়াহের, ৩২ পৃষ্ঠা। তারিখুল ইসলাম লিয যাহবী, ৩৯/২৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের সর্দার

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৬তম খন্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুযুর সায়্যিদুনা গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মর্যাদা অনেক উচ্চ ও সর্বোত্তম। গাউস হলো নিজ যুগের সারা দুনিয়ার আউলিয়াদের সর্দার এবং আমাদের গাউসে পাক, ইমাম হাসান আসকারী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর পর থেকে সায়্যিদুনা ইমাম মাহদী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর আগমন পর্যন্ত সারা দুনিয়ার গাউস এবং সকল গাউসেরই গাউস ও সকল আউলিয়াদের সর্দার, তাঁদের সকলের গর্দানের উপর তাঁর পবিত্র কদম। (নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির, ৬ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৫৯)

ইমাম আবুল হাসান আলী শাতনূফী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: শায়খ খলিফায়ে আকবর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অধিকাহারে দীদার করতেন। তিনি বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! নিশ্চয় আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করেছি: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! শায়খ আব্দুল কাদের বলেছেন যে, আমার

কদম সকল অলী **আল্লাহর** গর্দানের উপর। তখন **আল্লাহ পাকের শেষ নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **"আব্দুল কাদের সত্য বলেছে আর কোনই বা হবে না যে, সেই হলো কুতুব এবং আমি তাঁর অভিভাবক।"**

(বাহজাতুল আসরার, ১০ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে হাদীসিয়ায়** বলেন: কখনো কখনো আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বড় বড় কথা বলার আদেশ দেয়া হয়, যাতে যারা তাঁদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত তারা জেনে যায় বা **আল্লাহর** কৃতজ্ঞতা ও তাঁর নেয়ামতের প্রকাশ করার জন্য, যেমনটি হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য হয়েছিলো যে, তিনি তাঁর বয়ানে হঠাৎ বললেন: আমার কদম সকল অলী **আল্লাহর** গর্দানের উপর, সাথেসাথে পুরো দুনিয়ার আউলিয়াগণ কবুল করে নিলো (এবং একটি দল বর্ণনা করলো যে, জ্বীনদের আউলিয়ারাও) মাথা নত করে দিলো।

(আল ফতোয়াল হাদীসিয়া, ৪১৪ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য আরিফিনে কিরাম (**আল্লাহ পাকের** পরিচয় লাভকারী বুযুর্গ) বলেন: হুযুর সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "قَدَمِیْ هٰذِهٖ عَلٰى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ الله" নিজের পক্ষ থেকে বলেননি বরং **আল্লাহ পাক** তাঁর কুতুবিয়্যতে কুবরা

(অর্থাৎ অনেক বড় অলী হওয়াকে) প্রকাশ করার জন্য তাঁকে বলার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং কোন অলীর ক্ষমতা ছিলো না যে, গর্দান নত না করার এবং কদম মুবারক নিজের গর্দানে না নেয়ার বরং অনেক বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, অনেক পূর্ববর্তি আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিলাদত মুবারাকার (জন্ম) প্রায় একশত বছর পূর্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন যে, অতি শীঘ্রই আজমে (আরবের বাইরে) এক মনিষীর জন্ম হবে এবং এরূপ বলবে যে, **“আমার এই কদম অলী আল্লাহর গর্দানের উপর”** এই উক্তিতে তখনকার সকল আউলিয়াগণ তাঁর কদমের নিচে মাথা রাখবে এবং সেই কদমের ছায়ায় প্রবেশ করবে। (প্রাগুক্ত)

গাউস পর তো কদম নবী কা হে, উন কে যেয়রে কদম অলী সারে
হার অলী সে এহি পুকারা হে, ওয়াহ কিয়া বাত হে গাউসে আযম কি

দম দমা দম দস্তগীর	গাউসে আযম দস্তগীর	আ'প অলীউঁ কে আমীর	গাউসে আযম দস্তগীর
মেরা পীর মেরা পীর	গাউসে আযম দস্তগীর	বে মেছাল ও বে নযীর	গাউসে আযম দস্তগীর
মাহবুবে রাব্বে কদীর	গাউসে আযম দস্তগীর	আ'প হে পীরোঁ কে পীর	গাউসে আযম দস্তগীর
দিলপছন্দ ও দিলপযির	গাউসে আযম দস্তগীর	হো করম এ্যয় মেরা পীর	গাউসে আযম দস্তগীর

কাশ মে বন জাওঁ পীর	গাউসে আযম দস্তগীর	যেয়র হো নফসে শরীর	গাউসে আযম দস্তগীর
তেরী যুলফোঁ কা আসীর	গাউসে আযম দস্তগীর	আ'গেয়ে মুনকার নাকীর	গাউসে আযম দস্তগীর

সিলসিলায়ে কাদেরীয়ায় মুরীদ ও তালিব হওয়ার বরকত!

গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাক** আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার মুরীদদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِله শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই যুগের মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, যার বরকতে হাজারো কাফের মুসলমান হয়েছে এবং লাখো মুসলমানের জীবন পরিবর্তন হয়েছে আর তারা সুন্নাতের পথে চলছে, কল্যাণ কামনার প্রেরণায় **মাদানী পরামর্শ** হলো, আপনিও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে সায়্যিদী হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সিলসিলায় মুরীদ হয়ে যান আর যদি আপনি পূর্বেই কোন পীর সাহেবের মুরীদ হয়ে থাকেন তবে বাইয়াতের বরকত

অর্জনের জন্য তালিব হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতে এর অসংখ্য বরকত নসীব হবে।

সুনা লা তাখাফ তেরা ফরমানে আলী!
গোলামোঁ কি ঢারস বন্ধি গাউসে আযম

WhatsApp এর মাধ্যমে মুরীদ হয়ে যান

মুরীদ হওয়া বা অন্য কাউকে মুরীদ বানানো জন্য তার নাম ও পিতার নাম এবং বয়স লিখে এই +923212626112 নম্বরে ওয়াটসআপ করে দিন। ✫ এই নম্বরে কল রিসিভ হয় না, শুধুমাত্র লিখে তথ্য প্রেরণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

বরকত না হলে তখন বলবেন!!!

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: যদি সম্ভব হয় তবে প্রতিদিন (লাভের উপর নয় বরং) নিজের বিক্রয়ের এক শতাংশ আর চাকরীজীবিগণ নিজের মাসিক বেতন থেকে তিন শতাংশ হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ফাতিহার জন্য আলাদা করে রাখুন। এ টাকা দিয়ে দ্বীনি কিতাব বন্টন করুন বা যেকোন নেক কাজে খরচ করুন, এর বরকত নিজেই দেখতে পাবেন।

(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ৪১৬ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৬৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net